ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৩৬৭/২০০৬

মোঃ আবদুল খালেক

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

-------প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানীর তারিখঃ ০২.০৩.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৯.০৩.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, নওগা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ২৫/১৯৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০২.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত। অপরদিকে রাষ্ট্র বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, নওঁগা কর্তৃক মামলা নং ৩৫২সি/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৭.১৯৯৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

"আরজির প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে আসামী আঃ খালেক গত ২০.০৩.১৯৯৪ ইং মোতাবেক ৬ই চৈত্র ১৪০০ বাং তারিখে বাদীর নিকট হতে বাকীতে তিরাশিমন আট সের ধান দুশত পয়ষট্টি টাকা দরে মোট ২২০৪৫ (বাইশ হাজার পয়তাল্লিশ) টাকা মুল্যে ক্রয় করে নগদ চার হাজার পাঁচশত টাকা প্রদান করতঃ সতের হাজার পাঁচশত

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পয়তাল্লিশ টাকা বাকী রাখে এবং উক্ত টাকা ১৪০১ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য একখানা অংগীকার পত্র সম্পাদন করে দেয়। উক্ত মেয়াদের অধিক সময় অতিবাহিত হবার পরও বাদী আসামীর নিকট উল্লেখিত টাকা চাইলে আসামী টালবাহানা করে কালক্ষেপন করতে থাকে। বাদী সাক্ষী আজিজুলকে নিয়ে পুনরায় আসামীর বাড়ী যেয়ে প্রাপ্য টাকা চাইলে আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। বাদী আবারও ৮.৬.৯৪ ইং তারিখে সাপাহার বাজারে এমদাদুল হক চৌধুরীর বৈঠক খানায় স্থানীয় মাতবরদের নিয়ে একটি শালিশ ডাকে কিন্তু আসামী উক্ত শালিশ অমান্য করে এবং টাকা দিতে অস্বীকার করে। আসামী বাদীর ১৭,৫৪৫/- টাকা আত্মসাৎ করেছে। এবং বিশ্বাস ভংগের কারণ ঘটিয়েছে। বাদীপক্ষ বিচারপ্রার্থী মামলাটি বিচারের জন্য ৯.৫.৯৫ ইং তারিখে পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে ২২.১.৯৫ ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় চার্জ গঠন করা (ছেড়া) গঠিত চার্জের বিষয় আসামীকে পড়ে শুনানো হলে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে ও বিচার প্রার্থনা করে। বাদীপক্ষের চারজন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা গ্রহন করা হয়। বাদীপক্ষ তার সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে না বলে জানালে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত করা হয় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারানুযায়ী আসামীকে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাকালে আসামী নিজেকে নির্দোষ বলে উল্লেখ করে ও সাফাই সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে বলে জানায় আসামীপক্ষ যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্বেও সাফাই সাক্ষী উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে আসামীপক্ষ সাফাই সাক্ষীর উপস্থাপনের জন্য সময়ের আবেদন না করে। শুধুমাত্র যুক্তিতর্কের জন্য সময়ের আবেদন করেন। আসামী পক্ষের এ আবেদন মঞ্জুর করা হয়। এমতাস্থায় আসামী পক্ষের সাফাই সাক্ষ্য গ্রহন করা সম্ভব হয়নি। জেরার প্রেক্ষিতে বিবাদী পক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে। আরজী বর্ণিত ধান বিক্রয়ের সময় আসামী সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। আসামীর বাদীর বিহাই বলে বাদী আসামীকে অংগীকারনামা ফেরৎ দেয়নি। অন্যায় লাভের দুরাশায় বাদী এ মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। বিচার্য বিষয়ঃ আরজি বর্ণিত উপায়ে আসামী আবদুল খালেক বাদীকে প্রতারিত করেছে কিনা এবং আসামীর অনুকুলে আরজি বর্ণিত ধান সমর্পন করার জন্য অসাধুভাবে বাদীকে প্রবৃত্ত করে। আসামী দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করেছে কিনা? সাক্ষ্য বিশ্লেষন ও সিদ্ধান্তঃ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিচার্য বিষয়ের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য বাদীপক্ষের সাক্ষীগন কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য বিশ্লেষনে ব্রতী হওয়া যাক। আইনুল হক চৌধুরী পি,ডব্লিউ-১ আজিজুল হক পি,ডব্লিউ-২, আমিরুল পি,ডব্লিউ-৩ খয়ের উদ্দিন পি,ডব্লিউ-৪ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। *পি,ডব্লিউ-১ জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ২০.৩.৯৪ ইং তারিখে ঘটনা ঘটে। ঘটনার তারিখে আসামী ২৬৫ টাকা মন দরে তিরাশি মন আটসের ধান নেয়। আসামী পি,ডব্লিউ-১ কে নগদ ৪৫০০/- টাকা দিলে ১৭৫৪৫/- টাকা বাকী রাখে। চুক্তি মোতাবেক আসামী দু মাসের মধ্যে বাকী টাকা পরিশোধ করতে চায়। কিন্তু আসামীর টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে তাল বাহানা শুরু করে। ৬.৬.৯৪ ইং তারিখে আজিজুল কে নিয়ে পি,ডব্লিউ-১ আসামী বাড়ী গেলে আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এরপর সাপাহার বাজারে এমদাদুল হক চৌধুরীর বাসায় শালিশ ডাকা হলে আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। জেরায় পি,ডব্লিউ-১ জানান যে তিনি সাপাহার বাজারে মকছেদুল ও নুরুল ইসলাম চৌধুরী আড়তে ধান পৌছে দিয়ে আসামী খালেককে ধান বুঝে দেন। আনোয়ার মুহুরী দলিল লিখে দেয়। ০৮.৬.৯৪ ইং তারিখে এমদাদ চৌধুরীর বাড়ীতে দরবার করা হয়। জেরায় তিনি জানান যে, সত্য নয় যে, ধান নেয়ার পর আসামী তাকে সম্পুর্ণ টাকা পরিশোধ করে দেয়। তিনি আরো জনান যে, সত্য নয় যে, আসামী তার বেহাই বলে আসামীকে তিনি অংগীকারনামা ফেরত দেননি। পি,ডব্লিউ-১ এর ভাগ্যের সাথে আরজির সংগতি পরিলক্ষিত হয়।* *পি,ডব্লিউ-২ জবানবন্দিতে জানান যে, ঘটনা ২০.৩.৯৪ ইং তারিখে ঘটে। বাদী আসামীকে ৮৩ মন ৮ সের ধান দেয়। প্রতিমন ধানের দাম ২৬৫ টাকা ঠিক হয়। আসামী ৪৫০০/- টাকা পরিশোধ করে এবং অবশিষ্ট টাকা চুক্তিনামা মুলে বাকী রাখে। চুক্তিনামা প্রদর্শনী-১ এবং চুক্তিনামায় পি,ডব্লিউ-২ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী বৈশাখ মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এবং এরপর পি,ডব্লিউ-১ তাকে (ছেড়া) আসামীর বাড়ী যায়। আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। পরে এমদাদুল হক চৌধুরীর বৈঠকখানায় সালিস হয়। আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। পি,ডব্লিউ-২ জেরায় জানান যে, মোকছেদুল ও নুরুল ইসলামের আড়তে ধান আনা হয়। চুক্তিনামা লিখে দেয় আনোয়ার হোসেন মুহুরী। তিনি জানান যে, তিনি ও বাদী ৬.৬.০৪ ইং তারিখে আসামীর বাড়ী যান। জেরায় পি,ডব্লিউ-২ জানান যে, সত্য নয় যে, বাদী তার দুলাভাই বলে তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। পি,ডব্লিউ-২ এর ভাষ্য পি,ডব্লিউ-১ এর*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ভাষ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। পি,ডব্লিউ-৩ অংগীকার নামার একজন সাক্ষী। অংগীকারনামায় তার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়। জেরায় পি,ডব্লিউ-৩ জানায় যে, আসামী বাকী টাকা পরে পরিশোধ করে কিনা তিনি জানেন না। পি,ডব্লিউ-৪ জবাবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, বাদী ও আসামীর মধ্যে ধান লেনদেনের বিষয়ে তিনি জানেন এবং যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় তাতে তিনি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিনামায় পি,ডব্লিউ-৪ এর স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১/৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়। জবাবন্দীতে পি,ডব্লিউ-৪ জানান যে, ৮৩ মন ৮ সের ধানের দাম ৪৫০০/- টাকা বাদে বাকী টাকা আসামী পরে পরিশোধ করবে বলে চুক্তি সম্পাদিত হয়। জেরায় তিনি জানান যে, তিনি চুক্তি নামায় শর্ত পড়ে দেখেছেন। শর্ত ছিল আসামী টাকা না দিলে বাদী কোর্টের আশ্রয় নিবে। পরে আসামী খালেক টাকা পরিশোধ করেনি। একথা তিনি বাদী ও আসামীর নিকট থেকে শুনেছেন। পি,ডব্লিউ-৪ এর ভাষ্য পি,ডব্লিউ-১ ও পি,ডব্লিউ-২ এর ভাষ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ। শুধুমাত্র অংগীকারনামার সাক্ষী হিসেবে পি,ডব্লিউ-৩ এর ভাষ্য গুরুত্বপূর্ণ। ৫০ টাকা ষ্ট্যাম্পে ২০.৩.৯৪ইং তারিখে বাদী ও আসামীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে দেখা যায় যে, আসামী বাদীর নকিট হতে ৮৩মন ৮ সের ধান গ্রহন করেন। ২৬৫/- টাকা মন দরে ২২,০৪৫/- টাকার মধ্যে আসামী বাদীকে ৪৫০০/- টাকা বুঝিয়ে দিয়ে ১৭,৫৪৫/- টাকা বাকী রাখে। বাকী টাকা আসামী বৈশাখ মাসের মধ্যে আসামী পরিশোধ করার জন্য বাধ্য থাকেন। চুক্তিনামা বা চুক্তি পত্রটির অনস্তিত্বের বিষয়ে কোন ধারনা প্রকাশিত হয় না। বিবাদীপক্ষ চুক্তি পত্রের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেননি। চুক্তি পত্রটি জাল বা বানোয়াট মর্মেও কোন সাজেশন বিবাদীপক্ষ হতে উত্থাপিত হয়নি। বিবাদীপক্ষ পি,ডব্লিউ-১ কে জেরা করার সময় সাজেশন দেন যে, আসামী পি,ডব্লিউ-১ কে জেরা করার সময় সাজেশন দেন যে, আসামী পি,ডব্লিউ-১ এর বেহাই বলে পি,ডব্লিউ-১ আসামীকে চুক্তিপত্র ফেরৎ দেননি। এ সাজেশনের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই। বিধায় সাজেশানটি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেনা। বিবাদীপক্ষ পি,ডব্লিউ-১ কে জেরা করার সময় আরও সাজেশান দেন যে, ধান নেয়ার পর আসামী পি,ডব্লিউ-১ কে সম্পুর্ণ টাকা পরিশোধ করে দেয়। আসামী পি,ডব্লিউ-১ কে যথার্থই সম্পুর্ণ প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করে দিয়ে থাকলে বিবাদীপক্ষের সাক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি কে প্রমানিত করার প্রয়াশ গ্রহন করা সংগত ও বিধেয় ছিল। চুক্তিপত্রের যথার্থ প্রতীত হওয়ায় এবং পি,ডব্লিউ-১ ও পি,ডব্লিউ-২ এর (ছেড়া) সমর্থিত ভাষ্য

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চুক্তিপত্র ও আরজির সংগে সংগতিপূর্ণ হওয়ায় বাদী পক্ষের মামলা অবিশ্বাস করার কোন কারন বুদ্ধীস্প্রিয় গ্রাহ্য হয় না। পি,ডব্লিউ-২ এর সাথে পি,ডব্লিউ-৩ ও পি,ডব্লিউ-৪ এর সাক্ষ্য প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট চুক্তি পত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করায় বাদীপক্ষের মামলার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। বাদীপক্ষের সাক্ষীগনের পরস্পর সমর্থিত সাজুস্যপূর্ণ মৌখিক সাক্ষ্য এবং প্রমান নির্ভর দালিলিক সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে পেরেছেন যে, আরজি বর্ণিত উপায়ে আসামী বাদীকে প্রতারিত করেছেন। এবং আসামীর অনুকুলে আরজি বর্ণিত ধান সম্পুর্ণ করার জন্য অসাধুভাবে বাদীকে প্রবৃত্ত করে। আসামী দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটন করেছেন। ফলতঃ আসামী আবদুল খালেককে দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হলো। দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় বর্ণিত সর্বোচ্চ কারাদন্ডের মেয়াদের তুলনায় মানবিক কারনে আনুপাতিক হারে (অপাঠ্য) মেয়াদের জন্য আসামীকে দন্ড প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হলো। *ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৫(২) ধারা অনুযায়ী আসামী মোঃ আবদুল খালেককে দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় ৩(তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করার আদেশ প্রদত্ত হইল। আসামী অনুপস্থিত বিধায় তার বিরুদ্ধে সাজাপ্রাপ্ত আসামী হিসেবে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হোক। আসামী ধৃত হওয়ার পর থেকে কারাদন্ড ভোগ করবে।* *স্বাক্ষর অস্পষ্ট ০৮.০৭.৯৬ গৌরাংগ চন্দ্র মোহান্ত সহকারী কমিশনার ও ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট নওঁগা।"* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, নওঁগা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ২৫/১৯৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০২.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"নওগাঁ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের (পত্নীতলা) ৩৫২সি/৯৪ নম্বর মামলার বিগত ৮.৭.৯৬ ইং তারিখের রায় দন্ডাদেশের অসম্মতিতে এই আপীলটি আনীত হয়েছে। উক্ত তারিখের রায়ে অনুবলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত আসামী/আপীলকারীকে দঃবিঃ ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে ৩ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেছে।* *সংক্ষেপে মুল মামলার বিষয়বস্ত হলো যে, বাদী মোঃ আইনুল হক*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চৌধুরী বিগত ২০.৩.৯৪ ইং তারিখে ৮৩ মন ৮ সের ধান ২৬৫/- টাকা দরে আসামী আঃ খালেকের নিকট বিক্রয় করে এবং নগদ ৪,৫০০/- টাকা প্রদান করতঃ ১৭,৫০০/- টাকা বাকী রাখে। উক্ত টাকা ১৪০১ সালের ১লা বৈশাখের মধ্যে পরিশোধ করার কথা থাকলেও তা পরিশোধ করে না এবং বিগত ৮.৬.৯৪ ইং তারিখে সাপাহার বাজারে এমদাদুল হক চৌধুরীর বৈঠক খানায় উক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করে। ফলে বাদীর এই মামলা। বিগত ২২/১/৯৫ ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৪২০ ধারার অভিযোগ গঠনক্রমে আসামীকে পাঠ করে শুনানো হলে নির্দোষ দাবী করে ও বিচার প্রার্থী হয়। অভিযোগের সমর্থনে বাদীপক্ষে মোট ৪ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করেন। আসামী পক্ষে এই সকল সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছে। সাক্ষী গ্রহন শেষে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধান মতে পরীক্ষা করা হলে নির্দোষ দাবী করে, সাফাই সাক্ষী দিবে না বা কোন বক্তব্য রাখে নাই। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত উভয় পক্ষের উত্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানাদি বিশ্লেষনে আসামী/আপীলকারীকে তার অনুপস্থিতিতে বিরোধীয় দন্ডাদেশ আরোপ করায় তদবিরুদ্ধে এই আপীল আনীত হয়েছে। আপীলকারীপক্ষে আপীল স্বারকের বিষয়বস্তু হলো যে, মামলার বিষয়বস্তু চুক্তি ভিত্তিক হওয়ায় বাদীর দেওয়ানী আদালতে মামলা করা উচিত ছিল, বর্তমান আকারে বাদীর মামলা অচল বিধায় বর্ণিত প্রকারে দন্ডাদেশ প্রদান করা আইনানুগ হয়নি। আসামী /আপীলকারী খালাস পেতে হকদার। **<u>বিচার্য বিষয়ঃ-</u>** (১)বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিরোধীয় রায়-দন্ডাদেশ আইনানুগ কি না এবং তা রদ রহিতযোগ্য কিনা? (২)আপীল কারীপক্ষ প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পেতে পারে কি না ? **<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-</u>** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে উভয় বিবেচ্য বিষয় একত্রে গৃহীত হলো। বাদীর অভিযোগের বিষয়বস্তু হলো যে, আসামী আঃ খালেক বাদী আইনুল হক হতে ২২০৪৫/- টাকার ধান কিনে ৪৫০০/- টাকা প্রদান করে এবং বক্রী টাকা পরে দিবে বলে অংগীকার করলেও পরবর্তীতে তা দিতে অস্বীকার করে। বাদী ১৭,৫৪৫/- টাকা আত্মসাৎ করেছে।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগের সমর্থনে বাদী আইনুল হক পি,ডব্লিউ-১ হিসেবে তার প্রদত্ত জবানবন্দিতে বলেন যে, আসামী ২৬৫/- টাকা মন দরে ৮৩ মন ৮ সের ধান ক্রয় করে। নগদ ৪৫০০/- টাকা প্রদান করে ও ১৭,৫৪৫/- টাকা বাকী রাখে। পরবর্তীতে ২ মাসের মধ্যে বাকী টাকা দিতে চায়। ৬.৬.৯৪ ইং তারিখ আজিজুলকে নিয়ে আসামীর বাড়ী গেলে আসামী টাকা দিতে অস্বীকার করে। জেরায় স্বাক্ষী বলে যে, নুরুল ইসলামের আড়তে ধান পৌছে দেন। ৮.৬.৯৪ ইং তারিখে এমদাদ চৌধুরীর বাড়ীতে দরবার হয়।
		পি,ডব্লিউ-২ আজিজুল ইসলাম, পি,ডব্লিউ-৩ আমিরুল ইসলাম, পি,ডব্লিউ-৪ খয়ের উদ্দীন বাদীর অভিযোগের বিষয় বস্তুকে সমর্থন করে জবানবন্দি প্রদান করে বলেছে যে, বাদী ও আসামীর মধ্যে ধান লেনদেনের বিষয় তারা জানেন। এই সাক্ষীগন পক্ষদের পক্ষে একটি লিখিত অংগীকারনামা হয়েছে মর্মে জানান এবং এই সাক্ষীগন কর্তৃক উক্ত অংগীকারনামা প্রদঃ ১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
		উপর্যুক্ত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী/আপীলকারী মুল মামলার এজাহারকারীর নিকট থেকে ধান ক্রয় করেছে এবং তদানুসারে চুক্তি নামও সম্পাদন করে দিয়েছে। উক্ত চুক্তিনামা প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং উক্ত চুক্তি নামার সমর্থনে পি,ডব্লিউ-২ আজিজুল ইসলাম, পি,ডব্লিউ-৩ আমিরুল ইসলাম ও পি,ডব্লিউ-৪ খয়ের উদ্দীন সাক্ষ্য দিয়েছে এবং উক্ত অংগীকার নামা প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। উক্ত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত অংগীকারনামা পক্ষদের মধ্যে হয়েছে। কিন্তু আসামীপক্ষ উক্ত অংগীকারনামার শর্ত মোতাবেক যথাসময়ে টাকা প্রদান করেনি বা অদ্যতক উক্ত টাকা পরিশোধ করেছে মর্মেও কোন প্রমানে আসেনি। এই সাক্ষীগনের জেরা থেকে এমন কিছু প্রকাশ হয়নি যে, উক্তরুপ অংগীকারনামা হয়নি বা আসামীপক্ষ সেখানে সই সাক্ষর করেনি। আসামী পক্ষে থেকে পি, ডব্লিউ-১ কে প্রদান করা হয়নি তা হলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে একটি অংগীকারনামা পক্ষদের মধ্যে হয়েছে এবং আসামীপক্ষ উক্ত অংগীকারনামার শর্ত পুরনে ব্যর্থ হয়েছে।
		প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত অংগীকারনামা আসামী আঃ খালেক বাদী আইনুল হক চৌধুরীর নিকট থেকে ২৬৫/- টাকা মন দরে ৮৩ মন ৮ সের ধান খরিদ করেছে যার মুল্য ছিল ২২,০৪৫/- টাকা তন্মধ্যে ৪৫০০/- টাকা আসামী পরিশোধ করেছে, বক্রী ১৭,৫৪৫/- টাকা বৈশাখ মাসের মধ্যে প্রদানের শর্তে উল্লেখ আছে। কিন্তু অংগীকার নামায় উল্লেখিত

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সময়ের মধ্যে বা পরবর্তীতে ও আসামীপক্ষ উক্ত টাকা পরিশোধ করেছে মর্মে কোন প্রমান নাই। বিজ্ঞ আদালত উক্ত বিষয়াবলী পর্যালোচনায় এবং সাক্ষীগনের সাক্ষ্য পর্যালোচনাক্রমে বাদী/আপীলকারী দঃবিঃ ৪২০ ধারায় বিচারযোগ্য ও দন্ডযোগ্য অপরাধা করেছে মর্মে যেইভাবে রায় দন্ডাদেশ প্রদান করেছেন তৎবিপরীতে এই আপীল আদালত কর্তৃক অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ নাই। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উক্তরূপ রায়-দন্ডাদেশ আইনানুগ ও সাক্ষ্য নির্ভর বিধায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হলো। *উপর্যুক্ত আলোচনা, কাগজপত্র ও সাক্ষ্য সাবুদ পর্যালোচনায় এই বিষয়টি স্বীকৃত ও প্রমানিত যে, আসামী আঃ খালেক বাদীর নিকট থেকে ধান খরিদ করেছিল এবং কিছু টাকা প্রদান করতঃ বক্রী টাকা ১৪০০ সালের বৈশাখ মাসের মধ্যে পরিশোধের লিখিতভাবে অংগীকার করেছিল। আসামী উক্তরুপ অংগীকার করতঃ বাদীকে ধান প্রদানের উদ্বুদ্ধ করেছে এবং পরবর্তীতে উক্ত চুক্তির শর্ত ভংগ করতঃ টাকা প্রদানে অস্বীকার করেছে। আসামীর উক্তরুপ কার্য দঃবিঃ ৪২০ ধারায় বিচারযোগ্য ও দন্ডযোগ্য বিধায় বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিরোধীয় রায়-দন্ডাদেশ আইনানুগ ও সাক্ষ্য নির্ভর হেতু আসামীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত দন্ডাদেশ বহালযোগ্য।* *অতএব,* *আদেশ* *হলো যে, এই আপীলটি নামঞ্জুর হলো। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের বিরোধীয় রায়-দন্ডাদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। আসামী/আপীলকারীর জামিন বাতিল করা হলো। তাকে বিজ্ঞ আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেয়া গেল। রায়ের কপি সহ মুল নথি ফেরত দেওয়া হউক।* *কথিত মতে-* *স্বা/এস,এম সোলায়মান ১৯.২.০৫ অতিঃ দায়রা জজ, ১ম আদালত, নওগাঁ।"* *স্বা/এস,এম সোলায়মান ১৯.২.০৫ অতিঃ দায়রা জজ, ১ম আদালত, নওগাঁ।"* অত্র মোকদ্দমার মুল বিষয় হল দন্ডবিধির ৪২০ ধারা মোতাবেক কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল কিনা? ***দন্ডবিধির ৪২০ ধারা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ*** *" 420. Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable secutiry, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine. *৪২০। প্রতরাণা ও সম্পত্তি সমর্পণ করিবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্তি করাঃ* *যে ব্যক্তি প্রতারনা করে এবং তদ্দারা অনুরূপ ফাঁকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করিতে, অথবা কোন মুল্যবান জামানত কিংবা মুল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হইবার যোগ্য কোন স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত বস্তু প্রস্তুত, পরিবর্তন, অথবা সম্পুর্ণরূপে বা অংশতঃ বিনষ্ট করিবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে-দন্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।”* **উপরিল্লিখিত ধারা ৪২০ মোতাবেক যে ব্যক্তি প্রতারনা করে এবং তদ্বারা অনুরূপ ফাকি প্রদত্ত ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির নিকট কোন সম্পত্তি সমর্পণ করতে অথবা কোন মুল্যবান জামানত কিংবা মুল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্য কোন স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত বস্তু প্রস্তুত, পরিবর্তন, অথবা সম্পুর্ণরূপে বা অংশতঃ বিনষ্ট করার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করে সে ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদন্ডে যার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হতে পারে-দন্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে।** **এ ধারায় প্রতারণা এবং সম্পত্তি সমর্পণ করবার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করার শাস্তি বিধৃত হয়েছে ।** **কোন ব্যক্তি প্রতারণা করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে প্রাথমিক অভিপ্রায় (Initial intention) অবশ্যই থাকতে হবে।** হৃদয় রঞ্জন প্রসাদ বার্মা বনাম বিহার রাষ্ট্র [(২০০০) ৪এসসিসি-১৬৮] (Hridaya Ranjan Prasad Verma v. State of Bihar) মোকদ্দমায় দ্বৈত বেঞ্চ ধারা ৪১৫ এবং ৪২০ Indian Penal Code (যা আমাদের অনুরূপ) অভিমত প্রদান করেন যে, *“ Mere breach of contract cannot give rise to criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right at the beginning of the*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		transaction that is the time when the offence is said to have been committed. Therefore it is the intention which is the gist of the offence. To hold a person quilty of cheating it is necessary to show that he had fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise. From his mere faiule to keep up promise subsequently such a culpable intention right at the beginning that is when he made the promise cannot be presumed." দালিপ কাউ বনাম জগনর শিং (Dalip Kaur v. Jagnar Singh) (2009) 14 SCC 696) মোকদ্দমায় দ্বৈত বেঞ্চ অভিমত প্রদান করেন যে, *" If the dispute between the parties was essentially a civil dispute resulting from a breach of contract on the part of the appellants by non-refunding the amount of advance the same would not constitute an offence of cheating. Similar is the legal position in respect of an offence of criminal breach of trust having regard to its definition contained in section 405 of the Penal Code."* এম এন জি ভারতেশ রেড্ডি বনাম রমেশ রংগাতন এবং অন্য (M N G Bharateesh Reddy Versus Ramesh Ranganathan and another) ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট বিগত ইংরেজী ১৮.০৮.২০২২ তারিখে অভিমত প্রদান করেন যে, *"18. Applying the above principles the ingredients of sections 415 and 420 are not made out in the present case. The grievance of the first respondent arises from the termination of his services at the hospital. The allegations indicate that there was an improper billing in respect of the surgical services which were rendered by the complainant at the hospital. At the most the allegations allude to a breach of terms of the Consultance Agreement by the Appellant which is essentially in the nature of a civil dispute.* *19. The allegation in the complaint are conspicuous by the absence of any reference to*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the practice of any deception or dishonest intention on behalf of the Appellant. Likewise there is no allegation that the complainant was as a consequence induced to deliver any property or to consent that any person shall retain any property or that he was deceived to do or omit to do anything which he would have not done or omitted to do if he was not so deceived. The conspicuous aspect of the complaint which needs to be emphasized is that the ingredients of the offence of cheating are absent in the averments as they stand. 20. Section 405 of the IPC deals with criminal breach of trust and reads as follows: *"405. Criminal breach of trust-Whether being in any manner entrusted with property or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in any direction of law prescribing the mode in which such truest is to be discharged or of any legal contract, express or implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits 'criminal breach of trust'.* *The offence of criminal breach of trust contains two ingredients: (i) entrusting any person with property or with any dominion over property; and (ii) the persons entrusted dishonestly misappropriates or converts to his own use that property to the detriment of the person who entrusted it.* 21. In **Anwar Chand Sab Nanadikar V. State of Karnataka-** a two-judge bench restated the essential ingredients of the offence of criminal breach of trust in the following words: *" 7. The basic requirement to bring home the*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

accusations under Section 405 are the requirements to prove conjointly (1) entrustment and (2) whether the accused was actuated by the dishonest intention or not misappropriated it or converted it to his own use to the detriment of the persons who entrusted it. As the question of intention is not a matter of direct proof, certain broad tests are envisaged which would generally afford useful guidance in deciding whether in a particular case the accused had mens rea for the crime."

22. In Vijay **Kumar Ghai v. State of West Bengal** another two-judge bench held that entrustment of property is pivotal to constitute an offence under section 405 of the IPC. The relevant extract reads as follows:

28. " Entrustment" of property under section 405 of the Penal Code, 1860 is pivotal to constitute an offence under this. The words used are "in any manner entrusted with property." So it extends to entrustments of all kinds whether to clerksc servants, business partners or other persons provided they are holding a position of "trust". A person who dishonestly misappropriates property entrusted to them contrary to the terms of an obligation imposed is liable for a criminal breach of trust and is punished under Section 406 of the Penal Code."

23. None of the ingredients of the offence of criminal breach of trust have been demonstrated on the allegations in the complaint as they stand. The first respondent alleges that the Appellant caused breach of trust by issuing grossly irregular bills which adversely affected his professional fees. However, an alleged breach of the contractual terms does not ipso facto constitute the offence of the criminal breach of trust without there being a clear case of entrustment. No element of entrustment has been prima facie established based on the facts and circumstances of the present matter. Therefore, the ingredients of

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the offence of criminal breach of trust are ex facie not made out on the basis of the complaint as it stands. *24. In the above view of the matter, there is a patent error on the part of the High Court in setting aside the judgment of the Additional Sessions Judge and by holding that cognizance was correctly taken of the offence punishable under Section 405c 415 and 420 of the IPC.* *25. We accordingly allow the appeal and set aside the impugned judgment and order of the High Court dated 12 July 2019."* দেওয়ান ওবায়দুর রহমান বনাম রাষ্ট্র ও অন্য [(৪ বিএলসি (এডি)-১৬৭] মোকদ্দমায় আমাদের মাননীয় আপীল বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে, *"The alleged transaction between the complainant and the appellant is clearly and admittedly a business transaction when the appellant had already paid a part of the money under the contract to the complainant then the failure on the part of the appellant to pay the complainaint the balance amount under the bill does not warrant any criminal proceding as the obligation under the contract is of civil nature and hence the complaint case is quashed."* ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এবং আমাদের আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এটি স্পষ্ট যে, প্রতারনার পুর্ব পরিকল্পনা না থাকলে অথবা দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমায় যেখানে ১ম চুক্তি সম্পাদনের সময়ে আসামী কর্তৃক প্রতারনার ইচ্ছা ছিল প্রমানিত না হলে প্রতারনা হবে না। প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক অত্র দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে প্রতারনার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তা প্রসিকিউশন পক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দ্বারা প্রমান করতে সক্ষম হন নাই। অত্র রুলটি চুড়ান্ত হওয়ার যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হল। বিজ্ঞ ১ম শ্রেনীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, নওঁগা কর্তৃক মামলা নং- ৩৫২সি/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৮.০৭.১৯৯৬ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আদালত, নওগা কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং ২৫/১৯৯৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০২.২০০5 তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। আসামী-দরখাস্তকারীকে অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং তাকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।